দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 19 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাতিল ঘোষিত পাঠ্যপুস্তক অবাধে বিক্রি হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গত বছরে ছাপানো পুরানো বই চলতি শিক্ষা বছরে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও একশ্রেণীর মুদ্রণ ব্যবসায়ী টেকস্ট বুক বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তার যোগসাজশে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিক্রি করে টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন তিন মাসের সরকারের এই সময়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক পৌছে দেয়ার মত কঠিন কাজ সম্পন্ন করলেও বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় গত বছরে বেক্সিমকো মুদ্রিত বাজেয়াপ্ত পুরানো বই একশ্রেণীর ব্যবসায়ী গুদাম থেকে বের করে তা দেদারসে বিক্রি করছে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে।

গত সোমবার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন রাজশাহীর সোনাদিঘি মোড়ের শেফালী পুস্তকালয় থেকে নিজের উদ্যোগে ২০০১ শিক্ষাবছরে মুদ্রিত

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

বাতিল ঘোষিত পাঠ্যপুস্তক

৮-এর পৃষ্ঠার পর

(সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষিত) পাঠ্যপুস্তক একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয় করিয়ে প্রমাণ করলেন এক ধরনের অসৎ ব্যবসায়ী কিভাবে বাজেয়াপ্ত পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করে মুনাফা লুটে নিচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন এই প্রমাণ পাওয়ার সাথে সাথে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে শিগগিরই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। রাজশাহীতে উল্লেখিত লাইব্রেরীতে সপ্তম শ্রেণীর সপ্তবর্ণা, "Engilsh for Today", সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা বইগুলো একজন ছাত্রের কাছে বিক্রি করে এর সর্বমোট দাম ধরা হয় ১১৫ টাকা। ক্যাশমেমোতে লেখা রয়েছে বিক্রীত মাল ফেরত নেয়া হয় না। মেমো নং-১৯১৪।